যায়যায়দিন

তারিখ 11 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন পথচলা

## লক্ষাধিক শিক্ষকের চাকরি সরকারি হলো

এই তিন চার দশক আগেও দেশে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নির্ভর। এরই মধ্যে শহর, মফঃস্বল শহর, গ্রাম নির্বিশেষে বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, এনজিও পরিচালিত স্কুলের প্রায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রচারিত ব্যবস্থা অভিভাবকদের নজর কাড়তে সক্ষম হলো। সরকার এক পর্যায়ে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারিকরণ থেকে বিরত থাকে। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের অবস্থা বেশ বেগতিক হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সুবিধাপ্রাপ্ত এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় ও শহরকেন্দ্রিক কিন্ডার গার্টেনগুলোর না হয় টিকে থাকার কোনো শক্ত উপায় আছে। কিন্তু যেসব বেসরকারি স্কুলগুলো এর বাইরে রয়েছে সেগুলো তো নানা দিক থেকেই সুবিধাবঞ্চিত। ফলে তারা আন্দোলনে গেল। ১৯৯১ সাল থেকে বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

দীর্ঘ দুই দশক শেষে সে আন্দোলনের সাফল্য এলো। গত বুধবার ৯ জানুয়ারি রাজধানীর জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে শিক্ষকদের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারিভাবে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা দেন। শিক্ষকরা আন্দোলন করেছিলেন শুধু রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণের দাবিতে। সরকার শুধু রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়গুলোই নয়, নন-রেজিস্টার্ড বা নন-এমপিওভুক্ত সকল স্থায়ী-অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত, পাঠদানে অনুমতিপ্রাপ্ত, কমিউনিটি, সরকারি অর্থায়নে এনজিও পরিচালিত, পাঠদানের অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত এবং পাঠদানের অনুমতির অপেক্ষাধীন সব বিদ্যালয়ই জাতীয়করণের ঘোষণা দিল।

সরকারিভাবে যে ঘোষণা আসে নানা দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। এ সিদ্ধান্তে শুধু রেজিস্টার্ড বা এমপিওভুক্ত বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবিই পূরণ হয়েছে তা নয়, পাশাপাশি নন-এমপিওভুক্ত অন্যান্য শিক্ষামাধ্যমও জাতীয়করণের মাধ্যমে যা হলো, তা হচ্ছে নতুন করে কোনো আন্দোলনের পথও যাতে তৈরি না হয় সেটিরও সুরাহা হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, এটিকে একটি সুযোগ হিসেবে না দেখে কেউ যাতে নতুন করে যত্রতত্র কোনো বিদ্যালয় গড়ে না তোলে সেটিও সরকারের সিদ্ধান্তে উঠে আসে। প্রয়োজন হলে সরকার নিজের উদ্যোগেই প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করবে। কিন্তু সরকারিকরণের আকাঙ্ক্ষায় কেউ নতুন করে বিদ্যালয়ের উদ্যোগ নিলে তা সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত হবে না। এর ফলে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হলো, এতদিন সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে যে বৈষম্য জারি ছিল তাও দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলো। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দিয়ে আসছেন সর্বমহলেই স্বীকৃত ও অভিনন্দিত। কেননা সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছে স্বল্প ভূখণ্ডের ওপর যে বিপুল জনগোষ্ঠী নিয়ে বাংলাদেশ তাকে বিশ্বের মানচিত্রে টিকে থাকতে হলে শিক্ষার বিকল্প কোনো কিছুই আর হতে পারে না। আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রবেশ করতে হলে এই শিক্ষার বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না।

এই উপলব্ধি আজকেরও নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তা বুঝতে পেরেই ১৯৭৩ সালে দেশের ৬৩ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছিলেন। তাতে তখন ১ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি শিক্ষক উপকৃত হয়েছিলেন। গত বুধবার ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয়করণের এই সিদ্ধান্ত তিন স্তরে কার্যকর হবে। এ খাতে সরকারকে প্রচুর অর্থের জোগান দিতে হবে। তারপরও একটি ভালো কাজের মধ্যদিয়ে ত্যাগ স্বীকারের মধ্যেই জাতির ভবিষ্যৎ সাফল্য নিহিত। দেশগড়ার অন্যরা তো বটেই, আজকে যারা সরকার পরিচালনার জন্য যোগ্য হয়ে উঠেছেন তাদেরও সকলের শিক্ষার শিকড় কিন্তু এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চত্বরেই প্রথম প্রোথিত হয়েছিল। নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা এমপিওভুক্তকরণের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন-সংগ্রাম করে এসেছেন। রাজপথে পুলিশি লাঠিপেটার মুখে পড়ে অনেক শিক্ষক রক্তাক্ত হয়েছেন। কেউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারাও গেছেন। তাদের আন্দোলন বৃথা যায়নি। বর্তমান সরকার যে শিক্ষার ওপর প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই বর্তমান সরকারের সময়েই যখন শিক্ষকদের দাবি আদায়ের জন্য পুলিশি নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয় সেটা নিশ্চয় অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

শিক্ষকদের দাবি সরকার যেমন পূরণ করেছেন সে ক্ষেত্রে, আমাদের শিক্ষকদের প্রতিও দু'একটি দাবি থাকবে। তা হচ্ছে তাদের ছাত্রদের যথাযথভাবে পাঠদান। কোনো ছাত্রই যাতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার না হয়। কোনো ছাত্রই যেন ঝরে না যায়। ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব যে তাদের ওপরই প্রথম বর্তায়। আমরাও দেখতে চাই সরকারের এই দাবি পূরণের মধ্যে আমরাও তাদের কাছে কি পেলাম।

> শিক্ষকদের দাবি সরকার যেমন পূরণ করেছেন সে ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষকদের প্রতিও দু'একটি দাবি থাকবে। তা হচ্ছে তাদের ছাত্রদের যথাযথভাবে পাঠদান। কোনো ছাত্রই যাতে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার না হয়। কোনো ছাত্রই যেন ঝরে না যায়।